অপ্রেমের সন্ধি

অপ্রেমের সন্ধি

সাদিয়া তাজবীর

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Opremer Sondhi by **Sadia Tajbir**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2024

Price : 250.00
US $ 05

ISBN 978 984 98564 0 5

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন

www.anindyaprokash.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৫৭১১১৯৬৬৬
www.rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.othoba.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
www.boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
www.boiferry.com/publisher/anindya-prokash/ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬৩৮১১২১১২
www.prothoma.com/anindyaprokash/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

উৎসর্গ

আমার অষ্টপ্রহর জুড়ে সৃষ্টিকর্তার একমাত্র কৃপা
মোহাম্মিদ জাভিয়ার রায়্যান
তোমাকে অসীম ভালোবাসি বাবা।

সূচিপত্র

হৃদয়তন্ত্রী ৯
ঘুমাও তুমি ১১
সপ্তমীর রাতে ১৪
তেইশ শ্রাবণ ১৫
দহনকাল ১৬
নিলম্বিত শ্রাবণ ১৭
প্রভু ১৮
শ্রাবণধারা ১৯
প্রিয়বত ২০
উড়নচণ্ডী আক্ষেপ ২২
রাতচরা পাখি ২৪
অসম প্রেম ২৫
উড়ন্ত মন ২৬
মনে পড়ে তোমায় ২৭
বিভাবসু ২৮
ক্ষুদেবার্তা ২৯
জল প্লাবন ৩১
নির্বাক উপেক্ষা ৩২
ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ৩৩
প্রেমের বৃষ্টি ৩৪
অবাধ্য অভিমান ৩৫
ঘুম ৩৬
কেন এমন! ৩৭
তুমিহীন ৩৮
জলোচ্ছ্বাস ৩৯
ঈশ্বর সন্ধানী ৪০
জোনাকির আলো ৪১
দীর্ঘনিঃশ্বাস ৪২
জল ৪৪
প্রেম ৪৫
বিবেক ৪৭
দুজনা ৪৮
তুমিহীন শরৎ ৪৯
প্রয়াণ ৫০
ঝড় ৫১
সেদিন বৃষ্টি হবে খুব ৫২
অমরাবতী ৫৩
শেষ সপ্তমী ৫৪
কেমন আছো ৫৫
আদিত্য ৫৬
ধর্ম শব্দ ৫৮
ভালো নেই ৫৯
ক্ষুধা ৬০
দীর্ঘশ্বাস ৬১
দিনলিপি ৬২
অসৎ রীতিনীতি ৬৩
কালক্রমে ৬৪

b

হৃদয়তন্ত্রী

হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে অজস্র আঁচড়
হেরে যাওয়া সময়ের ক্ষত
নিদ্রাবিহীন রাতের হিসেব কি রেখেছিল
অজানা নক্ষত্রপুঞ্জি?

পুরোনো পথে পুরোনো ক্ষততে
হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত পথিক
সময় অবিরত ছুটে চলে।

থমকে থাকা হৃদয়ে তোলপাড় উঠে
ক্ষয়ে যাওয়া আবেগ
অস্পষ্ট প্রেমের চিরহরিৎ
হৃদপিণ্ডের কম্পন।

এখনও সময় কিছু বাকি
ছুটে চলো পথিক
গন্তব্যহীন জল জঙ্গলে।

অব্যক্ত বেদনায় সুঁইয়ের ফোঁড়
হৃদপিণ্ড আজও সচল
মন খারাপের হিসেব বিহীন দিনলিপি
ডায়েরির পাতা জুড়ে একাকী আমি॥

অজস্র কাব্যের ক্ষত
আঁকিবুঁকি পাঁজরের হাড়
দিনলিপির বাধ্যবাধকতায়
স্রোতস্বিনীর অট্টহাসি।

হাতে হাত রেখে
ছুটে চলা আসমুদ্র সময়
পেথিডিনের স্বপ্নে অজস্র বেদনা

রাত ভোর হয়।
সময়ের হিসেবে গড়মিল।

বেদুইন পথিকের বুকে
মাথা রেখে
তবু বেঁচে থাকা।
এক জন্মের দায়ভারে
গত জন্মের প্রবোধ।

ঘুমাও তুমি

তোমার আধ খাওয়া
পানির গ্লাসটা সাইড টেবিলে
গতরাতের বাসি কাপড়গুলো
এখনো পড়ে আছে।
রুমময় তোমার সুগন্ধি ছড়াচ্ছে
ঘণ্টা দুই তিন হবে
তোমার নিথর দেহটা
খাটেই শুয়ে আছে।

চাদরে বালিশে মিশে আছে
তোমার না বলা কথার
উষ্ণ আলিঙ্গনের অজস্র কান্নার দাগ।
চলে যাবার সময়
তোমার কার কথা বেশি মনে পড়ছিল?

বারান্দার গাছগুলোতে সকালে পানি দিয়েছিলে?
ওদের শরীরে তোমার স্পর্শ
এখনো লেগে আছে
বুকে ব্যথা হচ্ছিল কি খুব?
ভীষণ ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল?

তোমার বাড়ির পাশের পার্কে
আমি সারাটি বিকেল
কাটিয়ে দিলাম তোমার অপেক্ষায়।
আশ্বিনের ভীষণ ভ্যাপসা গরম;
তুমি এলে না!!
তুমি আর কোনোদিন আসবে না
সেই উপলব্ধিটা আমার আসেনি।

বিকেলটা তুমি ঘুমেই কাটিয়ে দিলে
দুপুরের না খাওয়া তুমি
শুধু লিকুইড এন্টাসিডে

বুকের ব্যথা কমাতে চাইছিলে
আমি কোল্ড কফির কাপে চুমুক দিয়ে
শীতল হবার ব্যর্থ চেষ্টায় মগ্ন
অথচ তোমার শরীরটা
তখনও অতল ঘুমে চির নিদ্রায়
একটু কি শান্তি লাগছে তোমার!!
আমার হৃদয় পুড়ছে
তুমি কি টের পেয়েছিলে সেই তীব্র দহন।

অযাচিত অসুখগুলো
তোমাকে বারবার ছুঁয়ে গেল
অথচ একটিবারও তুমি
আমায় জড়িয়ে ধরে আদর দিলে না।
এত অভিমান তোমার!!

মাগরিবের আজানের ধ্বনিতে
সন্ধ্যা নামলো এই গ্রহে ও তোমার গৃহে
অন্ধকার ঘনিয়ে আসে
তোমার নিথর দেহটা
গভীর ঘুমে বিছানায়।
কেউ একজন তোমার মুখটা ঢেকে দিলো
তোমাকে আমার আর দেখা হলো না।
কোনোদিন আমাদের আর
দেখা হবে না।

মৃত্যুই আমাদের দৈহিক বিচ্ছেদ এনে দিলো
আত্মার কখনো বিচ্ছেদ হয় না
তুমি তো জানো।

নির্ঘুম কত রাত কেটে গেছে একাকিত্বে তোমার
আশ্বিনের ভীষণ গরমে
আকাশে ধূসর কুয়াশা।
আমার মস্তিষ্ক জুড়ে

শুধুই কুয়াশাগুলো ঘন হয়ে আসছে।
এক পশলা বৃষ্টি চাই না
ঝুম বৃষ্টিতে ক্ষতগুলো ধুয়ে ফেলতে চাই।
জানো, আজ আর কোথাও বৃষ্টি হবে না
ঈশ্বর তোমার শান্তির ঘুম
নষ্ট করবেন না।

আমার ক্ষতগুলো বাড়ছে ভীষণ
শেষ আশ্বিনের মধ্য কুয়াশার রাতে আমি কাঁদছি
তোমার শেষ আলিঙ্গন না পাওয়ার বেদনায়।
ভীষণ ভালো থেকো তুমি ফুলের রাজ্যে
ঘুমাও বঁধুয়া
তোমার সাড়ে তিন হাত ঘরে।

সপ্তমীর রাতে

সপ্তমী রাতের বৈশাখী ঝড়ে
উড়ে গেল পোড়া ছাই
ছাইয়ের আদরের চাদরে
পুড়ে যায় আদিম শরীর।

প্রাচীন ক্ষততে অভিলাষী মনে
বুনো আদরের চাষ
তোমাতে পুড়েছি বহু বহু যুগ
হোক তবে অবসান।

হৃদয়ের মন্দিরে যার পুজোতে
তুমি দিবানিশি মাতো
সে কভু ছিল না আপন
ছিল না তো পর কভু

শরীরের দাগে শরীর পুড়েছে
মনে ভাসে অজস্র ক্ষত
প্রেম দহনে আমি হলেম ছাই
তুমি রও অক্ষত॥

তেইশ শ্রাবণ

বাইশ শ্রাবণের আকাশ কাঁদছে বিরামহীন
যতিচিহ্ন বিহীন কথোপকথনে
পড়লো একটি কালো যতি।
ভীষণ একাকী অস্থির
রাতের সঙ্গী বর্ষা কথন

ভোর হলো
পাখির কলকাকলি শূন্য নগরী
বিরামহীন বর্ষার ক্রন্দন
আকাশেরও দুঃখবোধ হয় তবে!!
দহন হৃদয়ে স্মৃতির আঁকিবুঁকি জুড়ে
কখনো হাসি কখনো অশ্রুজল।

তুমি কি ভীষণ খুশি
তোমার ঘরে ফিরেছ তুমি
নিশ্চুপ সরোবরে
সাঁতার কাটবে দিবানিশি

আলোকপ্রোপাতের ঝরনাধারা
আলো আঁধারির অদ্ভুত খেলায়
আজো কি জেগে ছিলে!
নিদ্রাশেষে তোমার ভোরপ্রাতে।

চোখে আজ বড্ড শ্রাবণ
হৃদয়শূন্য আদিত্যহীন ভোর
কাছে আছো অথচ যোজন যোজন দূর
একটি কথাই খুঁজে ফিরে এই ভোর
বড্ড অবেলায় না বলে এই চলে যাওয়া।

অপেক্ষার অবসান হবে না কভু
হৃদয়ের প্রেমে অপ্রেমের হাওয়া
অন্ধকার মিলিয়ে আলো আসে তবু
আদিত্যবিহীন তেইশ শ্রাবণের আকাশ
ধূসর পাণ্ডুলিপি জুড়ে শব্দের হাহাকার।